দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 17 JUN 1998
পৃষ্ঠা ২৮ কলাম ৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬৮ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকার বাজেট অনুমোদিত

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ গতকাল (মঙ্গলবার) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের বার্ষিক অধিবেশনের শেষদিনে ১৯৯৮-'৯৯ শিক্ষাবর্ষের জন্য ৪ কোটি ৮৩ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকার ঘাটতিসহ মোট ৬৮ কোটি ৪৫ লক্ষ ১১ হাজার টাকার রাজস্ব বাজেট অনুমোদিত

(১৫শ পৃষ্ঠায় ১-এর কঃ দ্রঃ)

বাজেট অনুমোদিত

(শেষ পৃঃ পর)

হইয়াছে। এই বাজেটে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মাধ্যমে সরকার হইতে ৬০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা এবং নিজস্ব আয় হইতে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার সংস্থান হইবে। মঞ্জুরী কমিশনের নিকট ঘাটতি বাজেটের টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ মঞ্জুরীর জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

গতকাল অপরাহ্নে ভিসি প্রফেসর আজাদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে সিনেট অধিবেশনের শুরুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক এম শামসুল হক বাজেট উপস্থাপন করেন। পরে ইহার উপর আলোচনা ছাড়াও কয়েকটি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। ইহার মধ্যে রহিয়াছে ঃ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সম্মানসূচক ডিগ্রী প্রদান, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্টার্ড গ্র্যাজুয়েট ও এলামনাইদের জন্য পৃথক দুইটি ক্লাব বা ভবন নির্মাণ এবং পারমাণবিক প্রতিযোগিতা বিরোধী প্রস্তাব। প্রফেসর আবদুল মান্নান চৌধুরী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সম্মানসূচক ডিগ্রী প্রদানের প্রস্তাব করিলে তাহা অনুমোদিত হয়। প্রস্তাবের পূর্বে তিনি বলেন, পানি চুক্তি, পার্বত্য শান্তিচুক্তিসহ বিভিন্ন সাফল্যের কারণে প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যে সারাবিশ্ব হইতে প্রশংসিত হইয়াছেন। বিশেষ করিয়া বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠান তাহাকে সম্মানসূচক ডিগ্রী প্রদান করিয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারে না। হাবিবুর রহমান খান রেজিষ্ট্রার্ড গ্র্যাজুয়েটদের জন্য ক্লাবের প্রস্তাব দেন। মিসেস আফিরোজ নাহার রাশেদা পারমাণবিক প্রতিযোগিতা বিরোধী প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

বাজেট অভিভাষণে অধ্যাপক এম শামসুল হক বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, অভিভাবক, বিশেষ করিয়া প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের সহিত বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-বেতন বৃদ্ধির বিষয়টি আলোচনা করিয়া উচ্চ শিক্ষায় 'কষ্ট শেয়ারিং'-এর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হইবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রপ্রতি ফি কমপক্ষে ১০ হাজার টাকা ধার্য করা উচিত। ইহার বিপরীতে দরিদ্র ছাত্রদেরকে বিশেষ বিবেচনায় ফি রেয়াত বা অধিক হারে বৃত্তি দেওয়া যাইতে পারে।

কোষাধ্যক্ষ বলেন, ব্যক্তি মালিকানার সম্প্রসারণের এই যুগে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে বিষয়টি ভাবা উচিত। তিনি বলেন, দুই-চার বছরে না হইলেও আগামী শতকের প্রথম দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকানার বিষয়টি নির্ধারিত হইবে। শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মালিকানার অংশিদার করিতে পারিলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি হইবে এবং শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করা সম্ভব হইবে।

বাজেটের উপর বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক মোস্তফা চৌধুরী, অধ্যাপক এটিএম জহুরুল হক, অধ্যাপক গিয়াসউদ্দিন আহমদ, এডভোকেট সৈয়দ আহমদ, ডঃ এসআই খান, ডঃ নূরুর রহমান খান, শাহজালাল মজুমদার, এনামুল হক প্রমুখ। রাত সাড়ে ৮টায় বার্ষিক সিনেট অধিবেশন সমাপ্ত হয়।